বর্তমান

26 November, 2015

হাঁটুর ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে বিশ্বমানের অত্যাধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নিন

একদিকে হাঁটুর ব্যথার কষ্ট অন্যদিকে চলৎশক্তিহীনতা এই দুই এ মিলে শরীর ও মনের যন্ত্রনায় জেরবার হয়ে থাকতে হয় অজস্র মানুষকে। অথচ সঠিক চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা যায় অনায়াসে। হাঁটুর অসহ্য ব্যথা থেকে মুক্তির উপায় জানালেন খ্যাতনামা অর্থোপেডিক ও নি-রিপ্লেসমেন্ট সার্জন **ডা. সন্তোষ কুমার**।

প্রশ্ন: হাঁটুতে ব্যথা হলে কি রিপ্লেসমেন্ট করাতেই হয়?

ডা. কুমার: সবসময় রিপ্লেসমেন্ট করার দরকার হয় না। হাঁটুর ব্যথার শুরুতে চিকিৎসা করালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যথা আটকে দেওয়া যায়। তবে চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট লাইফস্টাইল মেনে চলতে হয়। হাঁটু ব্যথার কারণ জেনে নিয়ে সেই মতো চিকিৎসা করা হয়। আমাদের দেশের প্রায় ২৫ কোটি মানুষ হাঁটুর অস্টিওআথ্রাইটিসে ভুগছেন। এদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত কষ্টকর জীবন যাপন করতে বাধ্য হন।

প্রশ্ন: কখন হাঁটু প্রতিস্থাপন ছাড়া উপায় থাকে না?

ডা. কুমার: হাঁটুতে অস্টিওআথ্রাইটিস হলে যখন একদিকে অসহ্য ব্যথা যন্ত্রণা, অন্যদিকে হাঁটাচলা করা অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায়। হাঁটা চলা তো দূরের কথা শুয়ে বসে থাকলেও ব্যথার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় রোগীর স্বাভাবিক জীবন-যাপন একপ্রকার অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখনই এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হাঁটু প্রতিস্থাপন ছাড়া কোনও উপায় থাকে না।

প্রশ্ন: এই নি-রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে সাফল্যের হার কীরকম?

ডা. কুমার: চিকিৎসা বিজ্ঞানের সব থেকে সফলতম সার্জারি হল হাঁটু প্রতিস্থাপন। তবে একথা বলাই বাহুল্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে অত্যন্ত পারদর্শী হতে হয়। আর আছে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তা। অর্থাৎ দক্ষ রিপ্লেসমেন্ট সার্জন কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেকনোলজির সাহায্যে নি-রিপ্লেসমেন্ট করলে সাফল্যের হার বলতে গেলে প্রায় ১০০ শতাংশ।

প্রশ্ন: সার্জারির পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে কতদিন সময় লাগে?

ডা. কুমার: বলতে পারেন সার্জারির ঠিক পরই রোগীর ব্যথা চলে যায়। আসলে আমি মিনিম্যালি ইনভেসিভ সার্জারি করি বলে অপারেশনের পরদিন থেকেই রোগীকে উঠে দাঁড় করানো ও হাঁটানো হয়। মিনিম্যালি ইনভেসিভ সার্জারিতে রক্তপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। তাই রোগীর সামগ্রিক দুর্বলতা থাকে না। আর ক্ষয়ে যাওয়া হাঁটু বদলে দেওয়া হয় বলে সেই ভয়ানক ব্যথা আর থাকে না। রোগী পরদিন থেকেই নিজের পায়ে হেঁটে বাথরুম যেতে পারেন। এবং সব থেকে বড় কথা হল অপারেশনের তিন দিন পরই রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। সব থেকে বড় কথা হল হাঁটু প্রতিস্থাপনের পর বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন তাঁদের বয়স প্রায় ২০ বছর কমে গেছে। শুরু হয় জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস - যন্ত্রণাহীন জীবন!

Orthopilot machine. Fourth generation navigation system used in knee replacement surgery.

প্রশ্ন: এক্ষেত্রে কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেকনোলজির ভূমিকা কী?

ডা. কুমার: কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেকনোলজির সাহায্যে নিখুঁত ভাবে অস্ত্রোপচার করা যায়। আমি ফোর্থ জেনারেশনের কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড সিস্টেম ব্যবহার করে হাঁটু প্রতিস্থাপন করি। এর বিজ্ঞান সম্মত নাম অর্থো-পাইলট। তাই রোগীদের কষ্ট দ্রুত লাঘব করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন: নি-রিপ্লেসমেন্টের প্রসঙ্গে অক্সিনিয়াম-নি শব্দটি প্রায়শই শোনা যায়, এটি ঠিক কী?

ডা. কুমার: জারকোনিয়াম নামে এক বিশেষ ধরনের অ্যালয়কে অক্সিডাইজড করে অক্সিনিয়াম নি-ইমপ্ল্যান্ট তৈরি করা হয়। আমেরিকার FDA অনুমোদিত এই প্রস্থেসিসটি ৩০ বছর বা তারও বেশি টেকে। অর্থাৎ কারুর যদি ৭০ বছর বয়সে নি-রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করা হয় ১০০ বছর পর্যন্ত হাঁটুর ব্যথা থাকবে না।

প্রশ্ন: ডায়বিটিস থাকলে কি এই সার্জারি করা যায়?

ডা. কুমার: নিশ্চয়ই করা যায়। হাঁটুর অস্টিওআথ্রাইটিস মূলত বেশি বয়সের অসুখ। তাই ডায়বিটিস থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। আমাদের স্পেশালাইজড মেডিক্যাল টিম ডায়বিটিস সহ যাবতীয় শারীরিক সমস্যা সুষ্ঠভাবে ম্যানেজ করেন। তারপরই সার্জারি করা হয়।

প্রশ্ন: কতটা নিরাপদ নি-রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি?

ডা. কুমার: সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেননা রোগী এলেই ধরে সার্জারি করা হয় না। যাবতীয় পরীক্ষা করে কোনও সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসার পর তবেই নি-রিপ্লেসমেন্ট করা হয়।

প্রশ্ন: এই সার্জারির খরচ কত?

ডা. কুমার: সব কিছু মিলিয়ে হাঁটু পিছু প্রায় দুলক্ষ টাকার মতো। দুটি হাঁটু একসঙ্গে হলে খরচ অনেকটাই বাঁচে। এ'হল করপোরেট হাসপাতালের হিসাব। যাদের সামর্থ্য কম তাদের জন্য সাধ্যের মধ্যে ব্যবস্থা করি।

প্রশ্ন: হাঁটু প্রতিস্থাপনের পর সব কাজ করা সম্ভব?

ডা. কুমার: স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্যই তো নি-রিপ্লেসমেন্ট করা হয়। ঘরে বাইরে চলাফেরার পাশাপাশি, সাইকেল বা স্কুটার চালানো, সিঁড়ি ওঠানামা করা, দৌড়ে বাস ধরা, পাহাড়ে ট্রেকিং সহ যাবতীয় কাজই করা যায়। মাটিতে বসা বারণ আর কমোড ব্যবহারের অভ্যেস এই দুটি নিয়ম মানার পাশাপাশি নিয়মিত হাঁটুর ব্যয়াম করতে হয়।

প্রশ্ন: কতদিন টেকে নতুন হাঁটু?

ডা. কুমার: আমি একটা শ্লোগান তৈরি করেছি -"আমার হাঁটুই আমার জীবন।" সত্যি বলুন তো হাঁটুর ব্যথায় কাতর হয়ে ঘরে বসে থাকলে জীবনটাই অর্থহীন কীনা! তাই আমি এমন ভাবে নি-রিপ্লেসমেন্ট করি যাতে সারা জীবনই সুস্থ হাঁটু নিয়ে চলাফেরা করতে পারেন। হাঁটু ভাল রাখুন ভাল থাকুন।

HELPLINE : 0 98363 65632, 09831911584

For FREE eBOOKS, scan this QR code

DR. SANTOSH KUMAR
MBBS, DOrth, MCh Orth;
E-mail : santdr@gmail.com;
Website : www.mykneemylife.org
Chief joint replacement surgeon;
BELLE VUE CLINIC, 9, Loudon Street, Kolkata